করা হয়েছে। একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১০ একর জমি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (PDB)-কে প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেন। বিগত ২১/০৩/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। দৈনিক ৬০০ টন বর্জ্য প্রক্রিয়া করে ৬.০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষে বিগত ০১/০৯/২০২২ তারিখে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাথে UD Green Energy (Bangladesh) Company Limited এর Power Purchase Agreement (PPA), Implementation Agreement (IPA) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও UD Green Energy (Bangladesh) Company Limited এর সাথে Land Use Agreement (LUA) ও Waste Supply Agreement (WSA) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ০১/০২/২০২৩ তারিখে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ১০ একর ভূমি বুঝিয়ে দেয়া হয়। চুক্তি মোতাবেক Financial Closing এর ৪৫৫ দিনের মধ্যে Commercial Operation সম্পন্ন করতে হবে; কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তারা তা শুরু করতে পারেনি বিধায় গত ০৭/০৮/২০২৩ তারিখে সচিব, BPDB "Notice of Intent to Terminate" জারি করেন। "Notice of Intent to Terminate" পত্র প্রাপ্তির পরও UD Green Energy (Bangladesh) Company Limited কোন জবাব প্রদান করেননি। UD Green Energy'র এহেন আচরণে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও Solid Waste Management এর সুন্দর পরিকল্পনা এবং চুক্তির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সুনাম ক্ষুণ্ন করেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড UD Green Energy (Bangladesh) Company Limited এর চুক্তি বাতিলসহ প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য কদমরসুল অঞ্চলে ৩০১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নসহ বাউন্ডারি ওয়াল, সংযোগ সড়ক, কার ওয়াশিং শেড নির্মাণ এবং যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে **"কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন"** শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। ইতিমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। কতিপয় ভূমির মালিকের শ্রেণি পরিবর্তনের আপিল আবেদন নিষ্পত্তির শুনানী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নারায়ণগঞ্জ নগরীর মেডিক্যাল বর্জ্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিগত ২৭ জুলাই, ২০২২ তারিখে জালকুড়িতে অবস্থিত Incineration Plant উদ্বোধন করা হয়। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে নগরীর হাসপাতাল ও ক্লিনিকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হবে। এটি একটি গ্রিন প্রকল্প যা পাইলট প্রকল্প হিসেবে চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পটি সোলার বিদ্যুতের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে প্রদান করা হবে ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। প্রতিদিন দেড় থেকে দুই টন বর্জ্য ভস্মীকরণ করা হবে। এই প্লান্টে ব্যবহৃত পানি রিসাইকেল করে ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি ভস্মীকরণের ফলে কোন ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণ হবে না। এছাড়া ভস্মীকরণের ফলে উৎপাদিত ছাই সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক এবং ওয়েস্ট কনসার্নের কারিগরি সহায়তায় এ Incineration Plant প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশনের ১২০০ পরিচ্ছন্নকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পাশাপাশি ২টি মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহকারী গাড়ি (০৫টন বিশিষ্ট), মেডিক্যাল বিন এবং সুরক্ষা সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়। প্রিজম বাংলাদেশ নামক এনজিও ২০১৯ সাল থেকে নারায়ণগঞ্জ নগরীর ৯৫টি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার হতে দৈনিক প্রায় ০৯ টন মেডিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে ভস্মীকরণ করছে। এ প্রকল্পটি মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করবে।

পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস

পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আবাসন সমস্যা লাঘব ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য **"নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরকারি এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের যৌথ অর্থায়নে ১১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৪৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ১৭নং ওয়ার্ডস্থ ঋষিপাড়ায় ৩টি ভবনে ২৬১টি ফ্ল্যাট, ১২নং ওয়ার্ডস্থ ইসদাইরে ২টি ভবনে ১০৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৫নং ওয়ার্ডস্থ টানবাজারে ২টি ভবনের নির্মাণের জন্য পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে।

সম্মানিত সুধী,

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এবং দারিদ্র্য বিমোচন বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য FCDO, UNDP বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় **'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প'** বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটিভিত্তিক সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ, কমিউনিটি সংগঠন তৈরি ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সহায়তা, বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে শিক্ষা সহায়তা, জলবায়ু সহিষ্ণু ক্ষুদ্র ও মাঝারি অবকাঠামো উন্নয়ন, গৃহ নির্মাণ/মেরামত ঋণ অনুদান, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

দারিদ্র্য বিমোচন

- সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন বস্তি ও নিম্ন আয়ের নাগরিকদের সমন্বয়ে ১৯৪৭টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮৭টি সিডিসি গঠন করা হয়েছে, যার আওতায় মোট ৪৪৪১৪টি পরিবারকে সংগঠিত করা হয়েছে;
- প্রতিটি দলের সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষে সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে;
- দলের সদস্যদের পুঁজি গঠনের জন্য মাসিক স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে মোট ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৭৩ টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করা হয়েছে এবং এ সঞ্চয় হতে ৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে;
- ১৮১১ জন হতদরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা সহায়তা বাবদ ৯২ লক্ষ ৪১ হাজার ০৪৪ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- CHDF-এর আওতায় ৩৮ জন হতদরিদ্র পরিবারকে গৃহ সংস্কারের জন্য মোট ৫৩ লক্ষ টাকা সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে আরো ১২ জনকে ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হবে;
- ১৮৯০ জন হতদরিদ্র মহিলার মাঝে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করার লক্ষে কোটি ৮৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪২৮ টাকা মূলধন হিসেবে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমের আওতায় ১৫৭০০ জনকে সেবা দেয়া হচ্ছে;

অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ১০১১.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৮৬১ মিটার ড্রেন, ১০১৬১ মিটার ফুটপাত, ৪৬টি কমিউনিটি ওয়াসরুম/গোসলখানা, ২টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ৮৩টি টুইন পিট ল্যাট্রিন, ৮৩টি কমিউনিটি ওয়াসরুম/গোসলখানা, CRMIF এর আওতায় ৩৬০.৪৯মি: ফুটপাত, ৩৩০ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো তহবিলের আওতায় ৬৮৮.৫৮৫ মিটার বিশেষ ড্রেন নির্মাণ এবং ১১৮টি গভীর নলকূপ ও ৪৭৬ টি পানির ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে ১৯৪৭টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে ১৮২৭টি মহিলা দল;

▶ নির্বাচনের মাধ্যমে এ সংগঠনগুলোকে ৯৩৫ জন সিডিসি, ৭০ জন ক্লাস্টার, ৯ জন ফেডারেশন এবং ৯ জন CHDF লিডার নির্বাচিত হয়েছে, যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছে;

▶ এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮৫৯ জনকে ব্যবসায় সহায়তা, ৪৮৬ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ১৯২ জনকে সেলাই প্রশিক্ষণ এবং ১৫০০ জনকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়;

▶ নারী ও শিশুর প্রতি সহিসংতা প্রতিরোধে ১০টি Safe Community Committee গঠন করা হয়েছে এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;

▶ ৪৫০ জন কিশোরীকে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুষ্টি, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে;

▶ এছাড়া ১৮৮৫ জন গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি খাদ্য সহায়তা বাবদ ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া ৭৫০ জন দুগ্ধদানকারী মায়ের জন্য ৪৪ লক্ষ টাকার কার্যক্রম চলমান আছে;

▶ ১৫ জন যুব মহিলাকে আত্মরক্ষামূলক কারাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সম্মানিত উপস্থিতি,

প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৬৮টি মাসিক সভায় ২৭৭৩টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০৭৮টি গৃহীত প্রকল্পের বিপরীতে ৩০৮৩ কোটি ৮২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৫৫৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে ২৭টি ওয়ার্ডে এ যাবত বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের বিবরণ প্রদান করা হলো:

ওয়ার্ড নং	অর্থবছর ২০১১-২০১৬ (টাকা)	অর্থবছর ২০১৭-২০২১ (টাকা)	অর্থবছর ২০২১-২০২২ (টাকা)	সর্বমোট (টাকা)
ক) সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল ঃ				
১	৮৭৭২৯২৫১.০০	৩৭৭৪৯৪৩১.০০	০.০০	১২৫৪৭৮৬৮২.০০
২	৫৬১১৮৯৩৩.০০	৭৯৩৬১০৭.০০	০.০০	৬৪০৫৫০৪০.০০
৩	৮৮১০১৯৫৫.০০	১২০৩০৫৭৫.০০	০.০০	১০০১৩২৫৩০.০০
৪	৬৪২১৬৭৩৩.০০	৮১০২৪৭৯.০০	০.০০	৭২৩১৯২১২.০০
৫	৭৬৭৮৭১৫৮.০০	১৫৪৮৩৮২০.০০	২৪২৩০০০০.০০	১১৬৫০০৯৭৮.০০
৬	৪৫৪৫২৯০৯.০০	৫৮৩৪৭৭২.০০	০.০০	৫১২৮৭৬৮১.০০
৭	৫০৭৮৯৮৮৪.০০	৬৮৬৯১৫২.০০	০.০০	৫৭৬৫৯০৩৬.০০
৮	৭৯০৩২০৬৩.০০	২০৯২৯১৯৫.০০	০.০০	৯৯৯৬১২৫৮.০০
৯	৬৭৬১৭৮৭৪.০০	৪৮৭৩৩৮০.০০	০.০০	৭২৪৯১২৫৪.০০
মার্কেট ও ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত বাবদ				২৪২৩৮৮১৫৮.০০
পৌরসভার আমলে টেন্ডারকৃত কাজের বিল পরিশোধ				১০৬৫০২৮৯৭.০০
			মোট (ক) =	১১০৮৭৭৬৭২৬.০০
খ) নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল ঃ				
১০	১৯৬১৮২৫৩	৮৩৫৪৬৭৮	৭৪০০০০	২৮৭১২৯৩১.০০
১১	২৯৫১০৮৩৭	১৮৮৮৭০০২	১০৬২০০০	৪৯৪৫৯৮৩৯.০০

১২	৪৩৮১৩২১৬	৪৭০৮০৬০৬	১৪৪৬২০০০	১০৫৩৫৫৮২২.০০
১৩	১৩৫৮৪০৫৭৯	৮৬৩৫৩৩৪৮	২৩১৮০০০	২২৪৫১১৯২৭.০০
১৪	২৯৫২৮০১৪	১২৬৭৪৫৬৮	৮২২০০০	৪৩০২৪৫৮২.০০
১৫	২১৫৯৪০৯১৮	৩৩৬২০০৮৮৫	৩৮০৫২০০০	৫৯০১৯৩৮০৩.০০
১৬	১২৪৫৫৯৭৯১	১৯৪২২৫৯৬১	১২৮৮০০০	৩২০০৭৩৭৫২.০০
১৭	১৫০৮৯৩৬৫	৩৪৭৬৩২৩৬	৭৯২৮৮০০০	১২৯১৪০৬০১.০০
১৮	৩৫১১৪৩০৫	৩৩৮১১৩১৪	১৩৭৯০০০	৭০৩০৪৬১৯.০০
মার্কেট ও ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত বাবদ				৩০৫৯৭৮৫৩৩৪.০০
			মোট (খ) =	**৪৬২০৫৬৩২১০.০০**
গ) কদমরসুল অঞ্চল ঃ				
১৯	৬৮০২২১৫০	৭০৫০৮৮১৮	৬৩৩০০০	১৩৯১৬৩৯৬৮.০০
২০	২৯১৫৩৪৬৩৭	১৬৯৯৬২৬	৬৯৬০০০	২৯৩৯৩০২৬৩.০০
২১	৭৪৮৬৯৭৮৫	৪৬৫৭৭৭০	৪৩৯৫৯০০০	১২৩৪৮৬৫৫৫.০০
২২	৯৮৭৫২০৯৫	১৮০৫৮৮২৭	১৫২১০০০	১১৮৩৩১৯২২.০০
২৩	১৪৪৩৫৯৬৯৪	২৪৫৮৩৭২১০	১০৩৭৫০০০	৪০০৫৭১৯০৪.০০
২৪	১২১৯৯০৫৩০	২৯৯০৩১৫৯	৯৪৮০০০	১৫২৮৪১৬৮৯.০০
২৫	৬০২০৬২৪৬	২৭৬৩৩০৫২	৯৩৩০০০	৮৮৭৭২২৯৮.০০
২৬	২৩২২৮৫৬০	২০৬৯৭৪৪	৫৩১০০০	২৫৮২৯৩০৪.০০
২৭	৬২১৮৭২২১	১৪৮৫৮৪৬৪	১০৩২০০০	৭৮০৭৭৬৮৫.০০
			মোট (গ) =	**১৪২১০০৫৫৮৮.০০**
ঘ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প ঃ				
i) নগর ভবন				৭৫৬১৫৮৭২০.০০
ii) ডিপিপি (৩৯৫০৩০৫০২৮+৯৯৯৭৭১৭৮৪+২৩৭১৫০৬১৮৩)				৭৩২১৫৮২৯৯৫.০০
iii) এমজিএসপি (১৬৩৯৬৩১১৩+৪৮৯৪৩৭১৭৬+২৪৭৮১৭৬৬২)				৯০১২১৭৯৫১.০০
iv) জাইকা (৩২১৭০০০০০০+৫০৯০৬৪৪২৮+১০০৩৮০৪৪০৯)				৪৭২৯৮৬৮৮৩৭.০০
v) শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী সংযোগ খাল পুনঃখনন, সৌন্দর্যবর্ধন, আলোকিতকরণ ও ড্রেনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ				২০৫৭৯৯১০০০.০০
vi) নগর সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ				২০৯৬৪০০০.০০
vii) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন (এলইডি বাতি স্থাপন)				৪৭০০০০০০০.০০
viii) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ণ				২৬৬১৯০০২৪৩.০০
ix) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং বালু ভরাটকরণ।				৩৩৪৭৫০১০০০.০০
x) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প				১১৪৪২০৩০০০.০০
xi) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন সহ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় অপরাজিতা নগর বিদ্যালয় নির্মাণ				২৭৪৯৬৭৯৪৬.০০
xii) রিক্সা, ভ্যান এর টিনপ্লেট তৈরি ও বিতরণ				১৫৮৩০০০.০০
			মোট (ঘ) =	**২৩৬৮৭৯৩৮৬৯২.০০**
			সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =	**৩০৮৩৮২৮৪২১৬.০০**

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে মোট ৬টি প্রকল্প চলমান আছে। অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য ৪৬০.৬১ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত **"নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন"** শীর্ষক প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পে ৩৫.০৭ কি.মি. রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ২০.২৩ কি.মি. রাস্তা রোড নির্মাণ, ৮১.৪০ কি.মি. আরসিসি রাস্তা, ৯১.২৭ কি.মি. আরসিসি ড্রেন, ৮.০৯ কি.মি. ফুটপাতসহ আরসিসি ড্রেন, ৫৫৯০টি সড়ক বাতি স্থাপন, ৪.৮১ কি.মি. খাল সংরক্ষণ, ১৪টি কবরস্থান উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ৯টি ঘাটলা নির্মাণ, ১৪টি খেলার মাঠ উন্নয়ন ও সবুজায়ন এবং ৪৯৩০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও জিওবি'র অর্থায়নে **"আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি ফর নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন"** শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত কারিগরি প্রকল্পের প্রস্তাবনার ভিত্তিতে ADB ও GOB এর অর্থায়নে Narayanganj Green and Resident Arban Development and Recovery (LGCRRD) বিনিয়োগ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ের পার্ক, রাস্তা, ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং সৌন্দর্যবর্ধন করাসহ বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বাসন, সম্প্রসারণ এবং Surface Water সরবরাহ ব্যবস্থা বর্ধিত করা হবে।

নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে সিটি কর্পোরেশনকে আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। সে লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে মার্কেট ও ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বর্তমানে শিমুল সিটি প্লাজা-৩, মাধবীলতা সিটি প্লাজা-৪, সিটি দোয়েল প্লাজা-২, করবী সিটি প্লাজা-২, ৩, ৪, ৫, আঙিনা সিটি প্লাজা, পদ্ম সিটি প্লাজা-৭, ৮ ইত্যাদি কাজ চলমান আছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় খেলার মাঠ নির্মাণ, উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন করা হচ্ছে।

- চিত্তরঞ্জন খেলার মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১০
- নির্মাণাধীন ডিএসএস ক্লাব মাঠের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১৬
- শেখ রাসেল পার্কের খেলার মাঠ, ওয়ার্ড-১৬
- মদনগঞ্জ ওয়েলফেয়ার মাঠের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১৯
- মদনগঞ্জ ঈদগাহ মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১৯
- লঞ্চঘাট রোডের পাশে খেলার মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১৯
- নির্মিতব্য মাহমুদনগর খেলার মাঠ ও কবরস্থান, ওয়ার্ড-২০
- সোনাকান্দা স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড-২০
- সোনাকান্দা খেলার মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-২০
- সিরাজউদ্দৌলা ক্লাব মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-২২
- নবীগঞ্জ খেলার মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-২৪
- লক্ষণখোলা খেলার মাঠ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-২৫
- নির্মাণাধীন গোকুল দাসের খেলার মাঠ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-২৭

সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে অবস্থিত খালগুলোকে পুনঃখনন, সংস্কার, সৌন্দর্যবর্ধন, সবুজায়ন ও আলোকিতকরণ করা হচ্ছে। এর ফলে নগরবাসীর দীর্ঘদিনের গণপরিসরের চাহিদা পূরণ হবে। খালগুলো অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি ধারণের জন্য সংরক্ষিত জলাধার হিসেবে কাজ করবে। অপরদিকে অগ্নিকাণ্ড নির্বাপনের জন্য পানি সরবরাহের উৎস হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

- বাবুরাইল খাল পুনঃখনন, সৌন্দর্যবর্ধন, সবুজায়ন ও আলোকিতকরণ (শীতলক্ষ্যা থেকে ধলেশ্বরী নদী পর্যন্ত ২.৮ কি.মি)
- সিদ্ধিরগঞ্জ লেক সংস্কার, সৌন্দর্যবর্ধন, সবুজায়ন ও আলোকিতকরণ (৫.২ কি.মি)
- মদনগঞ্জ খাল পুনঃখনন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়ার্ড-১৯
- সোনাকান্দা খাল সংস্কার ও উন্নয়ন, ওয়ার্ড-২০
- ত্রিবেনী খাল সংস্কার ও উন্নয়ন, ওয়ার্ড-২১
- লুহিয়া খাল পুনঃখনন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, সৌন্দর্যবর্ধন ও আলোকিতকরণ, ওয়ার্ড-২৪
- লক্ষণখোলা খাল সংস্কার ও উন্নয়ন, ওয়ার্ড-২৫
- কুটিরবন খাল সংস্কার ও উন্নয়ন, ওয়ার্ড ২৬-২৭
- হরিপুর মুরাদপুর খাল সংস্কার ও উন্নয়ন, ওয়ার্ড-২৭

নিজস্ব অর্থায়নে ২০১১-২০১২ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৫৮৭ কোটি ৮৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, গৃহীত এ প্রকল্প সমূহের বিপরীতে ৪২৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গত অর্থবছরে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৬২কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬৬ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। এছাড়া চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে শর্তানুযায়ী ম্যাচিং ফান্ডে ২২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত চাহিদা সিটি কর্পোরেশনের সীমিত আয়ের মাধ্যমে পূরণ করা কষ্টসাধ্য। এরপরেও তাদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণকল্পে সরকারি বরাদ্দ প্রাপ্তির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়—

১. নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন;
২. শেখ হাসিনা বিজ্ঞান কমপ্লেক্স;
৩. নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ভূমি অধিগ্রহণসহ বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প এবং
৪. নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ প্রকল্প প্রস্তাবনা রয়েছে।

মিউনিসিপ্যাল গভার্নেন্স সার্ভিসেস প্রকল্প (MGSP)

বিশ্ব ব্যাংক GOB এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের যৌথ অর্থায়নে MGSP এর অধীনে অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে মোট ৭২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা (রাস্তা ৬৬ কি:মি:, ড্রেন ২৪ কি:মি:, ফুটপাত ৮.৫ কি:মি:, সড়ক বাতি ২.৩ কি:মি: ও ৮ কিলোমিটার সৌন্দর্যবর্ধন), অবকাঠামো নির্মাণ খাতে ২২০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী সংযোগ খাল পুনঃখনন, সৌন্দর্যবর্ধন,

আলোকিতকরণ ও ড্রেনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রকল্পে (রাস্তা ৯.৫৪ কি:মি:, বক্স ড্রেন ১১.৬ কি:মি:, পাইপ ড্রেন ০.৮ কি:মি:, ফুটপাত ৬.৯২ কি:মি:, ব্রিজ ১১টি, ফুট ব্রিজ ৫টি, ঘাটলা ৪টি, ভিউইং ডেক ৪টি ও আরসিসি ওয়াটার গার্ডেন ১টি) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শীঘ্রই এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে।

সিটি গভারনেন্স প্রকল্প (CGP)

জাপান আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা (JICA) ও জিওবি'র আর্থিক সহযোগিতায় সিটি গভার্নেন্স প্রকল্পের অধীনে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৩টি অঞ্চলে মোট ৪৭২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে (৪৩.৬০ কি.মি. আরসিসি ড্রেনসহ রাস্তা, ২৯৭.২৫ মি. ব্রিজ, ১৪.১৪ কি.মি. ড্রেন, ৫.৫ কি.মি. খাল সংরক্ষণ, ৩.৯ কি.মি. ওয়াকওয়ে)। তৎমধ্যে ২৬ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলে ৬১ কিলোমিটার রাস্তায় মোট ২২৪৮টি, কদমরসুল অঞ্চলে ৬০ কিলোমিটার রাস্তায় মোট ২২৩৮টি এলইডি সড়কবাতি স্থাপনের মাধ্যমে রাস্তা আলোকিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৪৫ কোটি টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে সিটি গভার্নেন্স প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে UDCGP প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

কদমরসুল সেতু

ঘনবসতিপূর্ণ শিল্প সমৃদ্ধ এই নারায়ণগঞ্জ নগরী এখনও বাণিজ্যিক বন্দর নগরী হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। শীতলক্ষ্যা নদীর দুই পাড়ে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শিল্প পার্ক, নীট গার্মেন্টস শিল্প, স্পিনিং মিলসহ অন্যান্য শিল্প কারখানা অবস্থিত; কিন্তু এ অঞ্চলে সেতু না থাকায় দুই পাড়ের বাসিন্দাদের যাতায়াতে প্রতিনিয়ত অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয় এবং কর্মঘণ্টা অপচয় হয়। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে নারায়ণগঞ্জবাসীর চাহিদা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারা ঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পটি গত ০৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫৯০.৭৫ কোটি টাকা। অতঃপর আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে ব্রিজের ড্রয়িং/ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়; কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু হতেই বিলম্বিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ২২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ব্রিজের এলাইনমেন্ট পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন। সেপ্রেক্ষিতে তাদের নিয়োগকৃত ব্রিজ বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী জনাব জেড এম বসুনিয়া ও তাদের এমডি'র সম্মতিক্রমে ব্রিজের নতুন এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ব্রিজের পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি প্রতীকি মূল্যে প্রদানের বিষয়ে ডিপিপি-তে উল্লেখ থাকলেও রেলওয়ে জমি দিতে অস্বীকৃতি জানায় উপরন্তু ডাবল রেল লাইন নির্মাণের জন্য সিটি কর্পোরেশন থেকে ১২ শতক জমি রেলওয়েকে হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাব দেয়। সেপ্রেক্ষিতে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে গত ১৮ জুলাই ২০২৩ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়। অপরদিকে ডিপিপি অনুযায়ী ব্রিজের পূর্ব প্রান্তের জমি প্রতীকি মূল্যে খাদ্য বিভাগের হস্তান্তরের উল্লেখ থাকলেও খাদ্য বিভাগ তাদের জমির বিনিময়ে সিটি কর্পোরেশন থেকে সমপরিমাণ জমি দাবী করে। ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে শীঘ্রই নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাথে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জমি হস্তান্তর বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে।

ব্রিজ নির্মাণের জন্য কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টসহ ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণের জন্য গত ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখে জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ কার্যালয় হতে স্মারক নং-৩২০ এর মাধ্যমে ৪ এর (১) ধারার নোটিশ জারি করেন। সে প্রেক্ষিতে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করেন। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে ২৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে।

ডিজাইন পরিবর্তন, রেট অব শিডিউল পরিবর্তনের ফলে একক ব্যয় বৃদ্ধি, ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, পরামর্শক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৩৫.১৮ কোটি টাকা। সংশোধিত ডিপিপি-টি ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখের পিইসি সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি-টি ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য কার্যতালিকায় রয়েছে।

পানি সরবরাহ

ঢাকা ওয়াসার দীর্ঘদিনের অচলায়তনের ফলে নগরবাসী নিরাপদ সুপেয় পানি প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত ছিল। সরবরাহ লাইনে ময়লা ও দুর্গন্ধময় পানি, অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত সরবরাহ, অবৈধ সংযোগ, রাজস্ব আদায়ে অনিয়ম, দুর্নীতি ও গ্রাহক হয়রানি ইত্যাদি নানাবিধ অনিয়মের ফলে নগরবাসী দীর্ঘদিন থেকে ঢাকা ওয়াসার সেবায় অসন্তোষ প্রকাশ ও আন্দোলন করে আসছিল। ঢাকা ওয়াসা থাকাকালীন পানি সরবরাহ খাতে মাসিক আয় ছিল ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা এবং এর বিপরীতে মাসিক ব্যয় ছিল ২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। প্রতি মাসে এই খাতে প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা ঢাকা ওয়াসাকে ভর্তুকি দিতে হতো। কেবলমাত্র বিদ্যুৎ বিল বাবদ মাসে গড়ে প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হত। নগরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে গত ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর জনসাধারণের দোরগোড়ায় নিরবচ্ছিন্ন সুপেয় পানি সরবরাহ, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে অলাভজনক ও ভর্তুকি দিয়ে চলা ঢাকা ওয়াসার নারায়ণগঞ্জ মডস জোনের আওতাধীন এলাকার পানি সরবরাহ কার্যক্রম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করে।

পানি সরবরাহ কার্যক্রম হস্তান্তরের সময় মোট রাজস্ব বকেয়া ছিল ১৫ কোটি ২১ লক্ষ ১২ হাজার ৮১৯ টাকা। ঢাকা ওয়াসা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে ৩০টি গভীর নলকূপ ও ২টি পানি শোধনাগার হস্তান্তর করে। এর মধ্যে ৫টি গভীর নলকূপ পুরাতন হয়ে যাওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। পানি সরবরাহ সেবা অব্যাহত রাখার স্বার্থে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ১০টি নতুন গভীর নলকূপ খননের উদ্যোগ গ্রহণ করে যার মধ্যে ৯টি ইতিমধ্যে সচল রয়েছে। এছাড়া পানি শোধনাগারসমূহের যন্ত্রাংশ দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় প্রতিনিয়ত এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে প্রায় ৪ মাস পানির বিল আদায় কার্যক্রম বন্ধ ছিল। তথাপিও সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর মধ্যে পানি সরবরাহ কার্যক্রম সচল রেখেছিল। উল্লেখ্য এ যাবৎ প্রায় ৩ হাজার অবৈধ লাইন বৈধ করা হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

▶ পানি সরবরাহ লাইনের সংস্কার, নতুন লাইন স্থাপন ও পানির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ৭১.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কারিগরী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নিয়োগকৃত পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রাথমিক প্রতিবেদন